PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র
AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৩ ঃ সংখ্যা - ১০ ঃ অক্টোবর ২০১৮ *visit our website : www.nehrumuseum.org* Vol- 43 : No - 10 : October 2018

জীবনী নয় - জীবনের কথা

যে কোনও সংগঠনেরই নির্দিষ্ট কতকগুলি ভাল অভ্যাস থাকে। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম বা জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদও একরম বেশ কিছু ছোট ছোট সুঅভ্যাসের দ্বারা বরাবর নিয়ন্ত্রিত। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত সুঅভ্যাসগুলি তৈরী করে দিয়ে গেছেন প্রতিষ্ঠাতা যুগল শ্রীমল। নিজে তো সেগুলি পালন করে গেছেনই, অনুগামীদেরও চেষ্টা করেছেন সেগুলি মেনে চলায় উদ্বুদ্ধ করতে।

একটি হোল সময়ানুবর্তিতা। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের কোনও অনুষ্ঠান একমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া কোনও দিন দেরীতে শুরু হয়নি। এমনও হয়েছে মন্ত্রী দেরীতে এসে দেখেছেন তাঁর অবর্তমানেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে - কিন্তু তার জন্য তিনি বিরক্ত তো হন নি বরং বক্তব্য রাখার সময় শ্রোতা দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। সময়ের ব্যাপারটি ভীষণভাবে মানতেন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর। অনুষ্ঠান শুরুর অনেক আগে তিনি চলে আসতেন এবং জমিয়ে গল্প করতেন যুগলবাবু ও আরতি শ্রীমলের সঙ্গে। বছরের পর বছর ধরে এটাই মিউজিয়ামের রেওয়াজ হয়ে গেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল মিউজিয়ামের কর্মীরা নিজের ব্যবহারিক জীবনে এতটা নিষ্ঠা না দেখালেও মিউজিয়ামের প্রতিটি কর্মসূচীতে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই উপস্থিত থাকতেন।

দুই নম্বর বিষয়টি হল - অপচয়। ইলেকট্রিসিটি বা জল, লেখার পাতা বা খাবার - সব দিকেই ছিল যুগলবাবুর তীক্ষ্ণ নজর। বাড়ীর নীচে ছিল ছাপাখানা বা প্রেস। সেখানে যা কাগজ ফেলে দেওয়ার মত সেগুলিই কাটিং করে বাঁধিয়ে চলে আসত যুগলবাবুর ঘরে, অফিসে বা মিউজিয়াম কাউন্টারে। সেগুলিই হোত 'রাফ' লেখার কাগজ। অবাক লাগে এই 'রাফ' কাগজেই লেখা হয়েছিল ''আমাদেরও কিছু করবার আছে'' বা ''ক্রিয়েটিভিটি''র মত অসামান্য কিছু বই। অভ্যাসটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে আজও মিউজিয়ামের প্রতিটি ''রাফ'' লেখাই হয় একবার ব্যবহৃত কাগজে।

আলো বা পাখা যেন অনাবশ্যক চালু না থাকে - তার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি ছিল যুগলবাবুর। নিজের ঘর থেকে বেরোনোর সময় প্রতিটি সুইচ অফ্ করে বেরোতেন। রামায়ন বা মহাভারতে যখন কোনও দর্শক নেই তখন পাখাগুলি সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার জন্য কর্মীদের বলতেন নজর রাখতে।

যুগলবাবু বলতেন ''আয় টা '' কোনও ''আয়-ই'' নয় যদি না ''ব্যায়'' ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকে। জীবনে সমস্ত কিছু অপচয়কে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন বলেই বোধহয় ব্যায় টা তাঁর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে ছিল। আর এই নিয়ন্ত্রিত জীবনই তাঁকে সাহায্য করেছিল নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম, বিদ্যাসাগর শিশু একাডেমী, টেগোর মোবাইল লাইব্রেরী, টয়ট্রেন বা অঙ্কুরের মত বিশাল বিশাল প্রজেক্ট গড়ে তুলতে। সময়ের অপচয় করেন নি, অর্থের অপচয় করেননি। অথচ সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন, চেনা পরিচিত কারুর কোনও পারিবারিক কাজে উপস্থিত থাকেন নি এমন নয়। নিঃসাড়ে এবং নিস্বার্থে সাহায্য করেছেন বহু লোককে। তৈরী করেছেন ফাউন্ডেশন যাতে অনেক লোককে একসঙ্গে সাহায্য করা যায়। সেই সহযোগিতা তাঁর উত্তরসূরীরা আজও চালিয়ে যাচ্ছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে। কিন্তু 'সময়' 'অপচয়' নিয়ন্ত্রন' আজ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এই তিনিটির অভাবে একজন মানুষের সুন্দর জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, একটি সংগঠন তাসের ঘরের মত হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে। আর এই তিনটির যথাযথ প্রয়োগে একটা জীবন বদলে যেতে পারে- একটি দেশও বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে - যার প্রমাণ আজকের জাপান।

22nd Tagore Foundation Jugal Srimal Scholarship

Jugal Srimal Scholarships were instituted in the year 1996, by the Board of Trustees, Tagore Foundation in memory of Late Jugal Srimal, Founder- Director, Nehru Children's Museum and Founder Trustee, Tagore Foundation.

Since its inception in 1996 till the year 2017, **1454** students have received Scholarships in the streams of **Rabindra Sangeet, Nazrul Geeti, Kathak, Bharat Natyam, Odissi, Recitation (Bengali).**

(See page 4)

Bharatnatyam *(Group - A)*

Agniva Biswas

Debangi Das

Priti Pal

Adhiraggi Sinha Roy

Rupkatha Mukherjee

Bharatnatyam *(Group - B)*

Sayantani Das

Saheli Sen

Supriti Bhattacharya

Kabita Abritti *(Group - A)*

Kriti Barua

Soumya Sarkar

Kabita Abritti *(Group - A)*

Ayananka Mukherjee

Debangi Das

Kirtika Banerjee

Priyangshu Paul

Kingsuk Halder

Kabita Abritti *(Group - A)*

Swapnadeep Maji

Nilotpal Dhara Sharma

Kabita Abritti *(Group - B)*

Avishikta Mondal

Smaranjit Das

Sagnik Ganguly

22nd Tagore Foundation Jugal Srimal Scholarship

Kabita Abritti *(Group - B)*

Swastika Dutta

Upama Saha

Adrija Ghosh

Kabita Abritti *(Group - C)*

Sreyashi Das

Rohini Ray

KabitaAbritti *(Group-C)*

Soumok Banerjee

Debangi Das

Rabindra Nritya *(Group - A)*

Priti Pal

Jyotika Paul

Bithika Dey

Rabindra Nritya *(Group - A)*

Susreema Maity

Srishti Ganguly

Somdutta Ghosh

Rabindra Nritya *(Group - B)*

Rishika Dasgupta

Monoleena Patra

Rabindra Nritya *(Group - B)*

Ritwika Pan

Aishwarika Mitra

Rabindra Sangeet *(Group - A)*

Shreyan Sarkar

Susmit Basak

Shirsho Banerjee

Rabindra Sangget *(Group - A)*

Ayanna Biswas

Sanchari Ghosh

Rabindra Sangeet *(Group - B)*

Sreeja Lahiri

Sampriti Chatterjee

Priyam Biswas

22nd Tagore Foundation Jugal Srimal Scholarship

Rabindra Sangeet
(Group - B)

Sohini Mallik

This year nearly 1379 children participated in the Jugal Srimal Scholarship selections out of which **51 students will receive Scholarships (Value of each scholrship Rs. 1,800/-) for 1 year** in the streams **Rabindra Sangeet, Recitation, Bharat Natyam and Rabindra Nritya.**

The Board of Turstees also take this a oportunity to thank all participating Students, their Guardians and our esteemed Judges who have very kindly handed over Certificates and Salvers to the 51 Recipients of the **Jugal Srimal** Scholarships.

(After page 2)

Rabindra Sangeet ***(Group - B)***

Subhasmita Roy

Suchana Biswas

Rabindra Sangeet ***(Group - C)***

Debayani Sinha Roy

Ishika Ghosh

Pourabi Das

Happy Birthday To Our Little Friends ..... November 2018

Abhista Sen	01	Ritika Kar	14	Satabhisha Mukhopadhyay	21
Antara Paul	01	Supornee Chatterjee	15	Sohini Koley	22
Kausani De	06	Ishita Kanojia	17	Adriti Shaw	25
Arya Bose	07	Pranjal De	17	Shubhangi Bharti	26
Brajesh Kumar Banerjee	07	Prajnan Mahanti	17	Soumyadipta Panja	26
Subhaswapna Mukhopadhyay	07	Dhansiri Hajra	18	Pritam Golui	27
Debasmita Bala	08	Nayanika Bhuniya	19	Easha Banerjee	28
Swapnanil Chatterjee	08	Pinak Bhattacharyya	19	Saaptarshi Mondal	28
Soumik Biswas	10	Shwetadri Kundu	19	Senjuti Biswas	28
Abhisha Chakraborty	12	Arya Bandhyopadhyay	20	Anwesha Sheet	29
Srijita Roy	12	Aaheli Roy	21	Debatree Das	30
Avigyan Biswas	13	Sampurna Banerjee	21		

Congratulations

Indian Council for Child Welfare, New Delhi
National Painting Competition 2017

Winners

Pratyush Bhattacharya	Green Group	First Prize
Suprabhat Dey	White Group	Second Prize
Sourajit Panja	White Group	Consolation Prize
Suryadipta Das	Blue Group	Second Prize
Diptayan Mondal	Blue Group	Consolation Prize
Krishanu Patra	Yellow Group	Consolation Prize
Prantika Dey	Red Group	First Prize
Niladri Das	Red Group	Third Prize
Disha Jana	Red GrouP	Consolation Prize

মহাজাগতিক আতোশবাজি

এখন আশ্বিন মাস - শরৎকাল। একেবারে দোরগোড়ায় বাঙালীর সব থেকে বড়ো উৎসব - দুর্গা পুজো। তোমরা সকলে নিশ্চই খুব আনন্দ করবে এবারের পুজোয়। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখবে, বন্ধুদের সাথে আনেক গল্প হবে, একসাথে খাওয়া দাওয়া করবে, আবার কেউ কেউ হয়তো কলকাতা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়বে কিছুদিনের জন্য। স্কুল ছুটি, পড়াশোনার চাপ থেকে একটু হলেও রেহাই। দুর্গাপুজোর কিছু দিনের মধ্যেই আবার লক্ষীপুজো আর তার পরে কালীপুজো। পুজোর প্যান্ডেলের আলোর রোশনাই ও কালীপুজোর আতশবাজির চমক - খুব স্বাভাবিক ভাবেই আলোয় মাতিয়ে রাখবে চারিদিক।

কিন্তু আমি আজ তোমাদের বলব অন্য এক ধরণের আতশবাজির কথা। যা ঘটে মহাকাশে। একেবারে অকৃত্রিম আতশবাজি, যা কৃত্রিম ভাবে পৃথিবীর কোন পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করা মানুষের কল্পনারও অতীত। সেই আতশবাজিটির নাম উল্কা, খুব সহজ বাংলায় যাকে আমরা তারাখসা বলে থাকি। তোমাদের মত অনেক ছোট বন্ধুদের দেখেছি, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা খসতে দেখে নিজের স্বপ্নপূরণের কমনা করে।

সারা বছরের যে কোন রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে কোন না কোন সময় তারা খসা চোখে পড়বেই। আমাদের সৌরমণ্ডলে যত গ্রহ, বামন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু আছে, তাদের ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় পাথরের টুকরো যা ভেসে বেড়ায় সূর্যকে কেন্দ্র করে। তাদের মধ্যে থেকে কখনো কখনো একটি-দুটি পাথরের টুকরো একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তাদের স্বাভাবিক কক্ষপথ থেকে ছিটকে যায়। তাদেরই মধ্যে একটি হয়তো পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীর অভিকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করলে পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করে। তখন টুকরোটি প্রচণ্ড গতিবেগে প্রবেশ করে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে। উল্কাপিণ্ডটি যখন আবহাওয়া মণ্ডলের সংস্পর্শে আসে তার এই গতিবেগের কারণে তার সম্মুখের গ্যেসীয় স্তরটি সংকোচিত হয় ও উত্তপ্ত হয়। তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় ১০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই প্রচণ্ড উত্তাপে উল্কাপিণ্ডটি জ্বলে ওঠে ও সৃষ্টি করে উল্কার। আমরা দেখি হঠাৎ যেন আকাশে কিছু একটা অবতরণ করতে করতে তারার মত জ্বলে উঠল আবার পরোক্ষণেই তা নিশ্চহ্ন হয়ে গেল। এই ঘটনাটি ঘটে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯০-১০০ কিমি উপরে। যে পাথরের টুকরোটি পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলে প্রবেশ করে উল্কার সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড বা meteoroid। উল্কাকে ইংরাজিতে বলা হয় meteor। এবং একটি উল্কা যখন ভূপৃষ্ঠে পড়ে তখন তাকে বলা হয় উল্কাখণ্ড বা meteorite । প্রতি বছর প্রায় ১০০ টন উল্কাখণ্ড পৃথিবীর উপড় এসে পড়ে।

বছরের কোন কোন সময় আবার সারা রাত জুড়ে দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা। যাকে বলা হয় উল্কাবৃষ্টি বা meteor shower। উল্কাবৃষ্টির উৎস হল একটি ধূমকেতু অথবা একটি গ্রহানু। ধূমকেতুকে বলা হয় নেংরা বরফের গোলা। কারণ সেটি পাথর ও বরফের তৈরী। যখন কোন ধূমকেতু তার নিজের কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় সূর্যের খুব কাছে চলে আসে তখন সূর্যের উত্তাপে তার বরফ যায় গলে। আর বরফের সঙ্গে জমাট বাঁধা ধূলিকণা ও পাথরের টুকরোগুলি তখন ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে। পৃথিবীর কক্ষপথটি যদি এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করে তবে বছরের কোন একটি সময় পৃথিবীও পরিভ্রমণ করবে এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে, আর তখন অভিকর্ষীয় বলের টানে পৃথিবী আকৃষ্ট করবে এই পাথরের টুকরোগুলিকে। সৃষ্টি করবে উল্কাবৃষ্টি। একই ঘটনা ঘটে গ্রহানুর ক্ষেত্রে। একটি গ্রহানু মূলত পাথুরে। গ্রহানু যখন তার কক্ষপথে সূর্যের কাছে এসে উপস্থিত হয় তখন সূর্যের উত্তাপে গ্রহানুটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সৃষ্টি করে অসংখ্য পাথরের টুকরো। এবং পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন প্রবেশ করে এই অঞ্চলে, পাথরের টুকরোগুলি পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আবহাওয়ামণ্ডলে সৃষ্টি করে উল্কাবৃষ্টি। আপাত দৃষ্টিতে আকাশের যে অংশ থেকে উল্কাবৃষ্টি উৎসারিত হয় সেই বিন্দুটিকে বলা হয় বর্ষণকেন্দ্র বা radiant point। যে তারামণ্ডলে বর্ষণকেন্দ্রটি অবস্থান করে সেই নামে উল্কাবৃষ্টিটির নামকরণ হয়। যেমন এই অক্টোবর মাসের ২১-২২ তারখ নাগাদ আমরা দেখতে পাব ওরায়নিডস উল্কাবৃষ্টি (Orionids meteor shower)। অর্থাৎ উল্কাবৃষ্টির বর্ষণকেন্দ্রটি থাকবে ওরায়ন বা কালপুরুষ তারামণ্ডলে। এবং এই উল্কাবৃষ্টির উৎস আমাদের অতি পরিচিত হ্যালির ধূমকেতু থেকে বেড়িয়ে আশা পাথরের টুকরো। কলকাতার আকাশে অক্টোবরের মাঝামাঝি দিনের শেষে কালপুরুষ তারামন্ডলটির উদয় হবে পূবদিগন্তে। এবং ২১তারিখ মাঝরাতে কালপুরুষের দিকে তাকালে দেখা যাবে এই উল্কাবৃষ্টি। একই ভাবে নভেম্বর মাসের ১৭-১৮ তারিখ অর্থাৎ ১৭ তারিখের

ধূমকেতুর ফেলে যাওয়া পাথরের টুকরো থেকে উৎপন্ন উল্কাবৃষ্টি

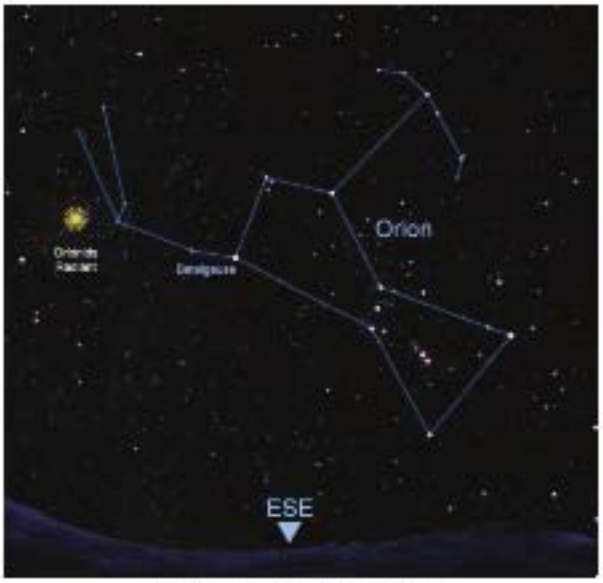

ওরায়নিডস উল্কাবৃষ্টির বর্ষণকেন্দ্র

লিওনিডস উল্কাবৃষ্টির বর্ষণকেন্দ্র

জেমিনিড উল্কাবৃষ্টির বর্ষণকেন্দ্র

মাঝরাতে সিংহ রাশির দিকে তাকালে দেখা যাবে লিওনিডস উল্কাবৃষ্টি (Leonids meteor shower)। এই উল্কাবৃষ্টিটির উৎস টেম্পল-টাটল ধুমকেতুর ফেলে যাওয়া পাথরের টুকরো। আর ডিসেম্বর মাসে দেখা যাবে জেমিনিড উল্কাবৃষ্টি (Geminids meteor shower)। এটির উৎস একটি গ্রহানু, নাম ৩২০০ ফেথন (3200 Phaethon)। দেখা যাবে ১৩ই ডিসেম্বর মাঝরাতে। উল্কাবৃষ্টির নাম দেখে নিশ্চই বুঝে গেছ আকাশের ঠিক কোন দিকে তাকাবে এই উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, তাকাবে Gemini Constellation বা মিথুন রাশির দিকে।

উল্কাবৃষ্টি দেখতে কিন্তু কোন যন্ত্রপাতি যেমন দূরবীন বা কোন বিশেষ ধরনের চশমা - এসবের প্রয়োজন পরে না। একটা শতরঞ্চি নিয়ে নয় বাড়ির ছাদে নইলে খোলা মাঠে গিয়ে সেটি পেতে একেবারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে। চেয়ে থাকবে খোলা আকাশের দিকে, অবশ্যই যে তারামণ্ডলে থাকবে উল্কাবৃষ্টিটির বর্ষণকেন্দ্র - নিশ্চই দেখতে পাবে মহাকাশের আতশবাজি।

শিল্পী গুপ্ত, সাইন্টিফিক অ্যাসিস্টেন্ট
এম পি বিড়লা তারামণ্ডল, কলকাতা।

Congratulations!

Ishika Chakraborty from Nehru Children's Museum has participated in Art Contest of Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Gallery. She stood First.

Abhraneel Mridha, student of Nehru Children's Museum, Advance Junior Painting Class, 2nd year, participated in the Art Contest of Indian Council for Cultural Relations Gallery. He stood Third.

পুরানো দিনের **গান** আজও ভরে মনপ্রাণ

টেগোর ফাউণ্ডেশন

১৬/৩ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

সহযোগিতায় ঃ

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম

বাংলা গানের প্রতিযোগিতা

বাংলা আধুনিক / বাংলা সিনেমায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতি (২০০০ সালের আগের)

পুরস্কার 3 শংসাপত্র :

প্রথম - ৫,০০০ টাকা **দ্বিতীয় - ৩,০০০ টাকা**

তৃতীয় - ২,০০০ টাকা **চতুর্থ - ১,০০০ টাকা**

পঞ্চম - ৭৫০ টাকা

আবেদন পত্রের মূল্য ৫০ টাকা

প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার তারিখ

বৃহস্পতিবার, ১৫ নভেম্বর ২০১৮

বয়স ঃ ১৫ - ২৫ বছর (১ নভেম্বর ২০১৮ অনুযায়ী)

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ২ ডিসেম্বর ২০১৮

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ প্রবাল দত্ত ৯৪৩৩৫ ৩২৬৮২ (সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা),
ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত ৯৮৩০০ ৬৬৬৫৫৮৮ (সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা)
শিখা মুখার্জী,৯৬৭৪৫ ৭৩৪৯৬ প্রশাসনিক সচিব, নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম ৯৪/১ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০
ফোন ঃ ২২২৩ ১৫৫১ (দুপুর ৩ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে সোম, মঙ্গল বাদে)।

Thank You Donors

Arka Banerjee	Debabrata Chakraborty	Maumtaz Rauf
Arindam Gangopadhyay	Jayanta Kr. Ghosh	Regent Estate Ladies Club
Bhaswati Roy	Lohia Charitable Trust	Siraj Haque

It is with the help & Co-operation from persons like you that we are able to run our projects effectively for 44 years

Registration No. 32737/77

22nd Tagore Foundation Jugal Srimal Scholarship Ceremony at Nehru Children's Museum

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com